ছাব্বিশ নম্বর—চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাস

ইজেকিয়েলের সংখ্যা সাত

Jeff Pippenger
2026-08-12

আমি যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাটিকে ‘যোশিয়ের চাকা’ বলে চিহ্নিত করছি, তা শুরু হয় প্রাচীন ইস্রায়েলের সেই বিদ্রোহ দিয়ে, যখন তারা খ্রিষ্টপূর্ব ১০৯৭ সালে ঈশ্বরকে তাদের রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রথম তিন রাজা (শৌল, দাউদ এবং সলোমন) প্রত্যেকে চল্লিশ বছর শাসন করেছেন বলে চিহ্নিত, খ্রিষ্টপূর্ব ১০৯৭ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭৭ সাল পর্যন্ত। সলোমনের মৃত্যুর সময় যেরোবোয়ামের বিদ্রোহ এবং উত্তরাঞ্চলের দশটি গোত্র প্রথম তিন রাজার ধারার সমাপ্তি ঘটায়, এবং উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় রাজ্যে রাজাদের একটি নতুন ধারা শুরু করে।

প্রথম তিনজন রাজা অনেক সত্যের প্রতীক, কিন্তু সত্যের যে চক্রগুলির একটির সঙ্গে তারা সংযুক্ত, তা হলো যিহূদার শেষ তিনজন রাজা—যিহোয়াকীম, যিহোয়াখীন এবং সিদিকিয়, যারা আবার কোরেশ, দারিয়াবেশ এবং অর্থক্ষত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। কোরেশ, দারিয়াবেশ এবং অর্থক্ষত্র আবার তাঁদের তিনটি ফিরমানকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ৫১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত; আর সেগুলি আবার প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা যথাক্রমে ১৭৯৮ সালে, ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪ এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ আগমন করে। প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের আগমনের ইতিহাস এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ে অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্ত হয়; এর দ্বারা চিহ্নিত হয় যে, শৌলকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার মাধ্যমে যে ভাববাণীমূলক রেখার সূচনা হয়, তা আসন্ন রবিবার-আইনের সময় বিজয়ী মণ্ডলী অভিষিক্ত হলে তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে। এই রেখার মধ্যে রাজা যোশিয়ের চক্র অন্তর্ভুক্ত, যা ৯৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈথেলে ও দানে যারবিয়ামের বিদ্রোহ পর্যন্ত পশ্চাতে প্রসারিত হয়।

বাইশ

যেরোবোয়ামের মধ্যে বাইশ সংখ্যার প্রতীকত্ব বিদ্যমান, কারণ তিনি বাইশ বছর রাজত্ব করেছিলেন; এভাবে তাঁর সাক্ষ্য বাইশ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, যা মানবতার সঙ্গে ঈশ্বরত্বের সংযুক্তির একটি প্রতীক, যেমনটি দানিয়েলের মারাহ দর্শনে বাইশতম দিনে এবং দুই শত বিশ সংখ্যায় চিত্রিত হয়েছে, যার দশমাংশ হলো বাইশ।

> আর যেরোবিয়াম যে দিনগুলো রাজত্ব করেছিলেন, সেগুলি ছিল বাইশ বছর; তারপর তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রিত হলেন, এবং তাঁর পুত্র নাদব তাঁর স্থলে রাজত্ব করলেন। ১ রাজাবলি ১৪:২০।

‘at-One-Ment,’ যা ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সংযুক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, তা খ্রিষ্টের কার্য, যা ২২ অক্টোবর, অর্থাৎ দশম মাসে (গ্রেগরীয়) শুরু হয়েছিল; দশ গুণ বাইশ সমান দুই শত বিশ। যিরোবিয়াম বেতেলে ও দান—উভয় স্থানেই জাল বেদী স্থাপন করেছিল, এবং অতএব সে রোববারের জাল উপাসনার একটি প্রতীক, যা গির্জা (বেতেল: অর্থ গির্জা) ও রাষ্ট্রের (দান: অর্থ বিচার) সংযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত।

> তখন যেরোবিয়াম ইফ্রয়িম পর্বতে শিখিম নির্মাণ করলেন এবং সেখানে বাস করলেন; পরে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে পনূয়েল নির্মাণ করলেন। আর যেরোবিয়াম মনে মনে বললেন, এখন রাজ্য দাউদের বংশের কাছেই ফিরে যাবে: যদি এই লোকেরা যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে বলি দিতে যায়, তবে এই লোকদের হৃদয় আবার তাদের প্রভু, অর্থাৎ যিহূদার রাজা রহবিয়ামের দিকে ফিরবে; এবং তারা আমাকে হত্যা করে আবার যিহূদার রাজা রহবিয়ামের কাছে ফিরে যাবে। অতএব রাজা পরামর্শ করে দুটি সোনার বাছুর নির্মাণ করলেন এবং তাদের বললেন, যিরূশালেমে উঠে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য: হে ইস্রায়েল, দেখ, এ-ই তোমার দেবতারা, যারা তোমাকে মিশর দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছে। আর তিনি একটি বেথেলে স্থাপন করলেন, এবং অন্যটি দানে রাখলেন। আর এই বিষয়টি পাপে পরিণত হল; কারণ লোকেরা একটির সামনে উপাসনা করতে করতে দান পর্যন্ত যেত। আর তিনি উচ্চস্থানগুলোর একটি গৃহ নির্মাণ করলেন, এবং সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে যাজক নিযুক্ত করলেন, যারা লেবির পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর যেরোবিয়াম অষ্টম মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, যিহূদায় যে উৎসব পালিত হয় তার অনুরূপ একটি উৎসব নির্ধারণ করলেন, এবং বেদির উপরে উৎসর্গ করলেন। এইরূপ তিনি বেথেলেও করলেন, তিনি যে বাছুরগুলি নির্মাণ করেছিলেন তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন; এবং তিনি বেথেলে সেই উচ্চস্থানগুলোর যাজকদের স্থাপন করলেন, যা তিনি নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি বেথেলে যে বেদি নির্মাণ করেছিলেন, তার উপরে অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে, অর্থাৎ যে মাস তিনি নিজের মন থেকে স্থির করেছিলেন, উৎসর্গ করলেন; এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের জন্য একটি উৎসব নির্ধারণ করলেন; আর তিনি বেদির উপরে উৎসর্গ করলেন এবং ধূপ জ্বালালেন। ১ রাজাবলি ১২:২৫–৩৩।

উত্তরাঞ্চলের দশ গোত্রের ভিত্তিমূলক ইতিহাসে এমন একটি বিদ্রোহ ছিল, যা প্রতিরূপিত হয়েছিল রাজা হিসেবে ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের প্রত্যাখ্যানের দ্বারা, এবং এছাড়াও হারূণের বিদ্রোহ ও সোনার বাছুরের ঘটনায়। হারূণের বিদ্রোহ প্রাচীন ইস্রায়েলের ভিত্তিমূলক ইতিহাসে ছিল, আর যেরোবিয়ামের বিদ্রোহ ছিল উত্তরাঞ্চলের দশ গোত্রের ভিত্তিমূলক ইতিহাসে। "পঙ্‌ক্তির উপর পঙ্‌ক্তি" নীতিতে, মহাযাজক হিসেবে হারূণ মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং রাজা হিসেবে যেরোবিয়াম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই দুটি ভিত্তিমূলক বিদ্রোহ এমন একটি রেখা, যার মধ্যে মানব রাজা কামনা করার মাধ্যমে ইস্রায়েল-জনগণের ভিত্তিমূলক বিদ্রোহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪৯০

ইজকিয়েলের পুস্তকে যে পবিত্র ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে চার শত নব্বই বছরের তিনটি সময়কাল রয়েছে; এবং একটির সম্পর্ক ছিল রাজাদের সঙ্গে, অন্যটির মন্দিরের সঙ্গে, এবং আরেকটির সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। এই তিনটি সময়কাল হারূনের বিদ্রোহের (মন্দির), শৌলের (সৈন্যবাহিনী) এবং যারবিয়ামের (রাজা) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাববাদী, যাজক ও রাজা—এই তিনটি প্রতীকের মধ্যে শৌল রাজাকেই ভাববাণী করতে শনাক্ত করা হয়েছে; এবং হারূন ছিলেন যাজক, আর যারবিয়াম ছিলেন রাজা।

> আর এমন ঘটিল যে, যাহারা পূর্বে তাহাকে চিনিত, তাহারা যখন দেখিল, দেখ, সে নবীদের মধ্যে ভাববাণী করিতেছে, তখন লোকেরা একে অন্যকে বলিল, কীশের পুত্রের এই কী হইয়াছে? শৌলও কি নবীদের মধ্যে আছে? আর সেই স্থানের একজন উত্তর করিয়া বলিল, কিন্তু তাহাদের পিতা কে? অতএব ইহা একটি প্রবাদ হইয়া গেল, শৌলও কি নবীদের মধ্যে আছে? ১ শমূয়েল ১০:১১, ১২।

বিজয়ী মণ্ডলী গঠিত এক ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক নবী, এক ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক যাজক এবং এক ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক রাজা দ্বারা; এদের প্রতীকরূপে রয়েছেন ইযেকিয়েল, যিনি ত্রিশতম বছরে সূচনা করেছিলেন; যোষেফ, যিনি ত্রিশতম বছরে তাঁর সেবা আরম্ভ করেছিলেন; এবং রাজা দায়ূদ, যিনি ত্রিশতম বছরে রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেন। ইযেকিয়েল পুস্তকের শেষে আট অধ্যায়ে বিজয়ী মণ্ডলীকে এমন এক মন্দিররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ করে; এবং বিজয়ী মণ্ডলীই ফিলাডেলফিয়া, যা সাতটির মধ্যে অষ্টম মণ্ডলী।

খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৭ সালে শুরু হওয়া যোশিয়ের ভাববাণীমূলক রেখা অতিশীঘ্র আগত রবিবার-আইনে এসে সমাপ্ত হয়। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের শুদ্ধিকরণ ও সীলমোহরকরণ শুরু হয়, তা শুরু হয়েছিল যখন মীখায়েল অবতীর্ণ হয়ে প্রকাশিত বাক্য এগারোর দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করতে এসেছিলেন। ২০২৩ সাল ২001 সালের ১১ সেপ্টেম্বরের বাইশ বছর পরে উপস্থিত হয়, ঠিক যেমন ১৭৯৮ সালের Alien and Sedition Acts ১৭৭৬ সালের Declaration of Independence-এর বাইশ বছর পরে উপস্থিত হয়।
যিরোবিয়ামের বাইশ বছরের রাজত্ব খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৭ সালে শুরু হয়েছিল, যখন যোশিয়ের ভাববাণী ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সময় ১ রাজাবলি অধ্যায় তেরোর অবাধ্য ভাববাদী যিরোবিয়ামের ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করেছিলেন, যেমন মোশি আহারের ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করেছিলেন, এবং শমূয়েল সেই জনসমষ্টির মোকাবিলা করেছিলেন যারা একজন রাজা কামনা করেছিল। অবাধ্য ভাববাদী, মোশি ও শমূয়েলের বার্তার দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সেই ভিত্তিগত ধর্মত্যাগগুলোর বিরুদ্ধে সেই মোকাবিলাসমূহ রবিবার-আইনে তৃতীয় দূতের উচ্চরবের প্রতিনিধিত্ব করে। এটিই সেই সতর্কবার্তা, যা পতাকার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়, এবং যা যিরোবিয়ামের ইতিহাসে একটি "চিহ্ন"-সহ যোশিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

> আর দেখ, সদাপ্রভুর বাক্যে যিহূদা দেশ হইতে এক ঈশ্বরের লোক বৈথেলে আসিলেন; এবং যারবিয়াম ধূপ জ্বালাইবার জন্য বেদির পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন তিনি সদাপ্রভুর বাক্যে বেদির বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে বলিলেন, "হে বেদি, বেদি, সদাপ্রভু এই কথা কহেন: দেখ, দায়ূদের গৃহে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার নাম যোশিয়; এবং সে তোমার উপরে সেই উচ্চস্থানসমূহের যাজকদের উৎসর্গ করিবে, যাহারা তোমার উপরে ধূপ জ্বালায়; আর মনুষ্যদের অস্থি তোমার উপরে দগ্ধ করা হইবে।" সেই দিনই তিনি এক নিদর্শন দিলেন, কহিলেন, "ইহাই সেই নিদর্শন, যাহা সদাপ্রভু বলিয়াছেন: দেখ, বেদি বিদীর্ণ হইবে, এবং তাহার উপরে যে ছাই আছে, তাহা ঢালিয়া পড়িবে।" আর এমন হইল যে, যখন রাজা যারবিয়াম সেই ঈশ্বরের লোকের কথা শুনিলেন, যিনি বৈথেলের বেদির বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি বেদি হইতে নিজের হাত বাড়াইয়া কহিলেন, "ওকে ধর।" আর তিনি যাহার বিরুদ্ধে নিজের হাত বাড়াইয়াছিলেন, সেই হাত শুকাইয়া গেল, ফলে তিনি তাহা আর নিজের দিকে ফিরাইতে পারিলেন না।

> আর বেদীটিও বিদীর্ণ হয়ে গেল, এবং প্রভুর বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের লোক যে চিহ্ন দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে বেদী থেকে ছাই ঢেলে পড়ল। তখন রাজা উত্তর করে ঈশ্বরের লোককে বললেন, এখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মুখ অনুরোধ কর, এবং আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন আমার হাত আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। আর ঈশ্বরের লোক সদাপ্রভুর কাছে মিনতি করলেন, এবং রাজার হাত আবার তার পূর্বাবস্থায় ফিরে এল, এবং যেমন আগে ছিল তেমনি হয়ে গেল। তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে বললেন, আমার সঙ্গে গৃহে চলো, এবং নিজেকে সতেজ কর; আর আমি তোমাকে এক পুরস্কার দেব। কিন্তু ঈশ্বরের লোক রাজার কাছে বললেন, তুমি যদি তোমার গৃহের অর্ধেকও আমাকে দাও,

> তবু আমি তোমার সঙ্গে ভিতরে যাব না, এবং এই স্থানে রুটিও খাব না, জলও পান করব না; কারণ সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, রুটি খেয়ো না, জল পান করো না, এবং যে পথে তুমি এসেছ সেই পথ দিয়ে ফিরে যেয়ো না। অতএব তিনি অন্য পথ দিয়ে চলে গেলেন, এবং যে পথে তিনি বেথেলে এসেছিলেন সেই পথ দিয়ে ফিরে গেলেন না। ১ রাজাবলি ১৩:১–১০।

“তোমার গৃহের অর্ধেক” দেওয়ার প্রস্তাব সত্ত্বেও যেরোবিয়ামের সঙ্গে ভোজন করতে নবীর অস্বীকৃতি, শালোমেকে হেরোদের তার রাজ্যের অর্ধেক দেওয়ার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

> আর যখন একটি সুবিধাজনক দিন উপস্থিত হলো, তখন হেরোদ তার জন্মদিনে তার প্রধান লোকদের, সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান ব্যক্তিদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করল; আর উক্ত হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে এসে নৃত্য করল, এবং হেরোদ ও তার সঙ্গে উপবিষ্টদের সন্তুষ্ট করল, তখন রাজা কুমারীটিকে বলল, তুমি যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও, আমি তা তোমাকে দেব। এবং সে তার কাছে শপথ করে বলল, তুমি আমার কাছে যা-ই চাও না কেন, আমি তা তোমাকে দেব, আমার রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত। তখন সে বাইরে গিয়ে তার মাতাকে বলল, আমি কী চাইব? আর সে বলল, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মস্তক। মার্ক 6:21–24।

হেরোদের রাজ্যের অর্ধেক দেওয়ার অঙ্গীকার তার জন্মদিনে ঘটেছিল। হেরোদ রোমের একটি প্রতীক, এবং প্রকাশিতবাক্য সতেরো অধ্যায়ের দশ রাজা দানিয়েল সাত অধ্যায়ে রোমের দশভাগে বিভক্তির দ্বারা, এবং দুই অধ্যায়ের দশ আঙুলের দ্বারা, প্রতিরূপিত হয়েছে। তার জন্মদিন চিহ্নিত হয় যখন রবিবার-আইনের সময় ষষ্ঠ রাজ্য সপ্তম রাজ্যের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং এই অর্থে, এটি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সপ্তম রাজ্য হিসেবে জাতিসংঘের জন্মদিন। অতি শীঘ্র আগত রবিবার-আইনে, যিরোবিয়ামের দশ উত্তরাঞ্চলীয় গোত্র দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত দশ রাজা, প্রকাশিতবাক্য ‘সতেরো’-এ এক ঘণ্টার জন্য তাদের রাজ্য সেই পশুকে দিতে সম্মত হয়।

> কারণ ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে এই স্থির সংকল্প দিয়েছেন যে, তারা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবে, এবং একমত হবে, এবং তাদের রাজ্য সেই পশুর হাতে সমর্পণ করবে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পূর্ণ হয়। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৭।

আমরা ইযিকিয়েলের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাববাণী আলোচনা করার পূর্বে, ইযিকিয়েল যে ‘তেরো’ বার সরাসরি একটি তারিখ নির্দিষ্ট করেছেন, তা শনাক্ত করব। ঐ তেরোটি পথচিহ্ন সাধারণভাবে জগৎ এবং ঈশ্বরের প্রজাদের মধ্যে বিভক্ত। মিসর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত জগৎকে ছয় বার সরাসরি তারিখ-নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং তূরকে এক বার সম্বোধন করা হয়েছে; আর অন্য ছয় বার যিরূশালেমই বিষয়বস্তু। এই পুস্তক ৫৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়, যা সপ্তদশ যোবেল-চক্রের ত্রিশতম বছর; এবং ইযিকিয়েলের চল্লিশতম অধ্যায়ের প্রথম পদ ২২ অক্টোবর, ৫৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে সেই চক্রের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। যোবেল-চক্র 9/11 থেকে আসন্ন রবিবার-আইন পর্যন্ত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা আবার সেই একই ইতিহাসের একটি ফ্র্যাক্টালে 31 ডিসেম্বর, 2023 থেকে আসন্ন রবিবার-আইন পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। উভয় সময়কালই 11 আগস্ট, 1840 থেকে 22 অক্টোবর, 1844 পর্যন্ত দ্বারা প্রতিরূপায়িত হয়েছিল।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট, যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রকাশিতবাক্য দশের সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূতরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তক আনয়ন করেছিলেন, যা ঈশ্বরের লোকদের গ্রহণ করে ভক্ষণ করতে ছিল। সেই একই স্বর্গদূত আবার 9/11-এ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সীলমোহরের সময়ের সূচনাকে চিহ্নিত করতে। সেই একই স্বর্গদূত ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করতে, যাঁহারা সেই মহান নগরের রাস্তায় নিহত হয়েছিলেন—সদোম ও মিশর, যেখানে প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই অবতরণ সীলমোহরের সময়ের সমাপনী পর্যায়কে চিহ্নিত করেছিল। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর হইতে রবিবার আইনের সময় পর্যন্ত ফ্র্যাক্টাল সময়পর্বের মধ্যে, যাজক যিহিষ্কেলকে স্বর্গস্থ মন্দিরের এক দর্শন দেওয়া হয়। সেই সময় তিনি বোবা করা হন এবং কেবল তখনই কথা বলেন, যখন ঈশ্বর তাঁহাকে তা করিতে আদেশ করেন। তাঁর এই অবস্থা অদূরাগত রবিবার আইন পর্যন্ত স্থায়ী হয়, যা যিরূশালেমের বিনাশ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে।

যেমন যোহনকে আদেশ করা হয়েছিল, তেমনি যিহিষ্কেলকেও প্রকাশিত বাক্য দশ অধ্যায়ে অবতরণকারী স্বর্গদূতের হাতে যে পুস্তক ছিল, তা গ্রহণ করতে আদেশ করা হয়, এবং বিলাপ, শোক ও হাহাকারের সেই পুস্তক ভক্ষণ করতেও তাকে বলা হয়।

> কিন্তু তুমি, হে মনুষ্যপুত্র, আমি তোমাকে যা বলি তা শুন; সেই বিদ্রোহী গৃহের ন্যায় তুমি বিদ্রোহী হয়ো না; তোমার মুখ খোলো, এবং আমি যা তোমাকে দিই তা খাও। আর আমি যখন দৃষ্টিপাত করলাম, দেখ, আমার কাছে একটি হাত প্রেরিত হলো; এবং দেখ, তাতে একটি পুস্তকের গুটানো পত্র ছিল; আর তিনি তা আমার সামনে মেলে ধরলেন; এবং তা ভিতরে ও বাইরে লিখিত ছিল; এবং তাতে বিলাপ, শোক, ও হায় লেখা ছিল। ইযেকিয়েল ২:৮–১০।

বার্তাটি ত্রিবিধ বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, ফলে এটি প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের বার্তার প্রতিরূপস্বরূপ। অতএব, এটি তৃতীয় দূতের সেই সীলমোহরদানকারী বার্তা, যা যিরূশালেমের মধ্যে অবস্থানকারী সেই সকল লোককে সীলমোহর করে, যারা যিহিষ্কেল নয় অধ্যায় ও প্রকাশিত বাক্য সাত অধ্যায়ে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী মণ্ডলী ও দেশের পাপের জন্য বিলাপ ও শোক প্রকাশ করছে।

> আর ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা সেই করূবের উপর থেকে, যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন, গৃহের প্রান্তসীমায় উপরে উঠে গেল। আর তিনি সেই মসীনা-বস্ত্রপরিহিত ব্যক্তিকে ডাকলেন, যার পার্শ্বে লেখকের দোয়াত ছিল; আর সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, নগরের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ জেরুজালেমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম কর, এবং সেখানে যে সকল ঘৃণিত কার্য সাধিত হচ্ছে, তাদের সকলের জন্য যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, তাদের কপালে একটি চিহ্ন এঁকে দাও। ইজেকিয়েল ৯:৩, ৪।

যারা সেই মুদ্রা গ্রহণ করে, তারা মণ্ডলীর পাপ ও দেশের পাপের জন্য শোক করে; আর যিহিষ্কেলের সাক্ষ্য জেরূশালেম ও মিসরের ইতিহাসের উপর বোনা হয়েছে, যা মণ্ডলী ও জগতের প্রতীক।

> “ধার্মিকতার খামির তার শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারায়নি। যে সময়ে মণ্ডলীর বিপদ ও অবসাদ সর্বাধিক হবে, সেই সময়ে অল্পসংখ্যক সেই দল, যারা আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, দেশে সংঘটিত ঘৃণ্য কর্মগুলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ও ক্রন্দন করবে। কিন্তু বিশেষত

> তাদের প্রার্থনা মণ্ডলীর পক্ষে ঊর্ধ্বে উঠবে, কারণ এর সদস্যরা জগতের রীতিনীতি অনুসারে আচরণ করছে। ...”
>
> “আদেশ এই: ‘নগরের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ যিরূশালেমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম কর, এবং সেখানে যা সকল জঘন্য কার্য সংঘটিত হচ্ছে, তার জন্য যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, সেই লোকদের কপালের ওপর একটি চিহ্ন এঁকে দাও।’ এই দীর্ঘশ্বাসকারী, ক্রন্দনকারী ব্যক্তিরা জীবনের বাক্য প্রচার করে আসছিল; তারা তিরস্কার করেছিল, উপদেশ দিয়েছিল, এবং অনুনয়-বিনয় করেছিল। কেউ কেউ, যারা ঈশ্বরকে অসম্মান করছিল, অনুতপ্ত হয়েছিল এবং তাঁর সম্মুখে নিজেদের হৃদয় নম্র করেছিল। কিন্তু প্রভুর মহিমা ইস্রায়েল থেকে প্রস্থান করেছিল; যদিও অনেকেই তখনও ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে থাকল, তথাপি তাঁর শক্তি ও উপস্থিতি অনুপস্থিত ছিল।” Testimonies, volume 5, 209, 210.

বিলাপগ্রন্থের প্রেক্ষাপটে, বিলাপ ও শোক, যা প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের প্রতিরূপ, সেখানে বিলাপ ও শোক প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূত, এবং তৃতীয়টি হলো হায়ের বার্তা—পূর্ববায়ুর একটি প্রতীক, যা প্রকাশিত বাক্য সাত অধ্যায়ের চারজন সংযতকারী স্বর্গদূত দ্বারা সংযত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

মিশর

ইযেকিয়েলের পুস্তকে তেরোটি তারিখের উল্লেখ রয়েছে। মিসর-সম্পর্কিত তারিখসমষ্টির প্রথমটি হলো ইযেকিয়েল 29:1, এবং তা খ্রিষ্টপূর্ব 587 সালকে নির্দেশ করেছিল।

> দশম বছরে, দশম মাসে, মাসের দ্বাদশ দিনে, সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মনুষ্যপুত্র, মিশরের রাজা ফেরাউনের বিরুদ্ধে তোমার মুখ স্থির কর, এবং তার বিরুদ্ধে ও সমগ্র মিশরের বিরুদ্ধে ভাববাণী ঘোষণা কর; কথা বল, এবং বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: দেখ, হে মিশরের রাজা ফেরাউন, আমি তোমার বিরুদ্ধে; তুমি সেই মহা নাগ, যে তার নদীগুলোর মাঝখানে শয়ান থাকে, যে বলেছে, ‘আমার নদী আমার নিজের, এবং আমি নিজেই তা আমার জন্য নির্মাণ করেছি।’ যিহিষ্কেল 29:1–3।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সাল অবরোধের বছর, যা যিরূশালেমের ধ্বংসের দেড় বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল। সেই সময় যিহিষ্কেল ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর মিশরকে উল্টে ফেলবেন, এবং সেই উল্টে ফেলা ঈশ্বরের প্রজাদের কাছে এই বিষয়টি প্রদর্শন করবে যে, মিশরের অজগরের উপর ভরসা করা তাদের মূর্খতা ছিল। অধ্যায়ের শেষে এই মর্মে এক উচ্চারণ করা হয় যে, মিশরকে বাবিলের হাতে সমর্পণ করা হবে; এভাবেই শনাক্ত হয় সেই সময়, যখন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর দশ রাজা তাদের সপ্তম রাজ্য আধুনিক বাবিলকে দেয়—যে অষ্টম রাজ্যটি সেই সাতটির মধ্য থেকেই। অধ্যায়ের শেষে যেমন বলা হয়েছে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী সতেরো বছর পরে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭১ সালে, পরিপূর্ণ হয়েছিল। অতএব ২৯ অধ্যায়ে মিশরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারিখ-নির্ধারণের প্রথম ও শেষ উল্লেখটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

> আর সপ্তবিংশ বছরে, প্রথম মাসে, মাসের প্রথম দিনে, সদাপ্রভুর বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মনুষ্যসন্তান, ব্যাবিলনের রাজা নবূখদ্রেজ্জর তূর-এর বিরুদ্ধে তার সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে মহা পরিশ্রমের কাজ করিয়েছিল; প্রত্যেকে মাথা টাক হয়ে গিয়েছিল, এবং প্রত্যেকে কাঁধের চামড়া উঠে গিয়েছিল; তবুও তূর-এর বিরুদ্ধে যে পরিশ্রমের কাজ সে করিয়েছিল, তার জন্য সে বা তার সৈন্যবাহিনী তূর থেকে কোনো মজুরি পায়নি; অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: দেখ, আমি ব্যাবিলনের রাজা নবূখদ্রেজ্জরকে

> মিশর দেশ দান করব; এবং সে তার জনসমুদ্র নিয়ে যাবে, তার লুণ্ঠন গ্রহণ করবে, এবং তার শিকার গ্রহণ করবে; আর সেটিই তার সৈন্যবাহিনীর জন্য মজুরি হবে। আমি তাকে মিশর দেশ দিয়েছি সেই পরিশ্রমের জন্য, যা সে তার বিরুদ্ধে করেছে, কারণ তারা আমার জন্যই কার্য করেছে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন। সেই দিনে আমি ইস্রায়েলের গৃহের শৃঙ্গ অঙ্কুরিত হতে দেব, এবং তাদের মধ্যে আমি তোমাকে মুখ খুলবার সুযোগ দেব; তখন তারা জানবে যে আমিই সদাপ্রভু। যিহিষ্কেল 29:17–21।

প্রথম মাসের প্রথম দিনে বিংশতিতম বর্ষ, সতেরো নম্বর পদে উল্লিখিত, ইযেকিয়েলে বর্ণিত তেরোটি তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখকে নির্দেশ করে, এবং এটিই একমাত্র তারিখ যা খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৩ সালের ২২ অক্টোবরের পরে পড়ে। এটি সেই সময়কে নির্দেশ করে যখন দানিয়েল ১১:৪২–৪৩-এর উত্তর দিকের রাজাকে মিশর দেওয়া হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই বিন্দুকেও নির্দেশ করে যখন দশ রাজা তাদের সপ্তম রাজ্য সেই অষ্টম রাজ্যকে সমর্পণ করে, যা সাতের অন্তর্ভুক্ত। এটি পরিপূর্ণ হয় যখন “ইস্রায়েলের গৃহের শৃঙ্গ” অঙ্কুরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। যিশাইয়ে ইস্রায়েল পূর্বীয় বায়ুর দিনে অঙ্কুরিত হয়।

> যাকোব হইতে আগতদের তিনি মূল ধারণ করাইবেন; ইস্রায়েল বিকশিত ও কুঁড়ি ধরিবে, এবং ফল দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ করিবে। যিশাইয় ২৭:৮।

যখন যিহিষ্কেল ২৯:১৭ পরিপূর্ণ হবে, এবং মিসরের মহা-নাগকে আসন্ন রবিবার-আইনের সময় পাপাল পশুর নিকটে সমর্পণ করা হবে, তখন পরবর্তী বৃষ্টি পরিমাপহীনভাবে ইস্রায়েলের উপর বর্ষিত হবে। সেই বৃষ্টি ৯/১১-এ ছিটানোরূপে শুরু হয়েছিল, যেমনটি খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর তিনি তাঁর পিতার নিকটে আরোহণ করে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর শিষ্যদের উপর শ্বাস ফেলেছিলেন—এ দ্বারা পূর্বচিত্রিত হয়েছিল।

> “খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মা ফুঁকে দেওয়ার যে কার্য করলেন, এবং তাঁদেরকে তাঁর শান্তি দান করলেন, তা ছিল পেন্টেকস্টের দিনে প্রদত্ত হতে যাওয়া প্রাচুর্যপূর্ণ বর্ষণের পূর্বে কয়েক ফোঁটার ন্যায়।” Spirit of Prophecy, volume 3, 243.

মিশরের পতন সম্বন্ধে যিহিষ্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, অবরোধের বছরে, ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং ‘সতেরো’ বছর পরে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এটি ‘সতেরো’ সংখ্যার দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সময়পর্বে পূর্ণ হয়, ফলে দানিয়েল এগারোর চল্লিশতম পদের গূঢ় ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের সময়ে পূর্ণ হওয়ার কথা, যা যিহিষ্কেল নয় অধ্যায়ে চিত্রিত হয়েছে। সিলমোহরকরণের সময়ে পরবৃষ্টি ঢেলে দেওয়া হয়, প্রথমে 9/11-এ ছিটিয়ে দেওয়ারূপে, এবং পরে রবিবারের আইনের সময় পূর্ণরূপে বর্ষণের মাধ্যমে। যিশাইয়ের মতে এটি “পূর্বীয় বায়ুর দিনে” পূর্ণ হয়, এবং ইসলামই সেই পূর্বীয় বায়ু, আর ইসলামই তৃতীয় “হায়”। যিহিষ্কেলকে যে বার্তাটি খিতে বলা হয়েছিল, তা ছিল তিনভাগের একটি বার্তা, যার তৃতীয় অংশ ছিল হায়ের বার্তা।

ইযেকিয়েলের তারিখসংবলিত তেরোটি বার্তা যিরূশালেমে, মিশর ও সোরকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছিল। এগুলি সকলই “তেরো” সংখ্যার দ্বারা প্রতীকীভাবে নির্দেশিত বিদ্রোহের প্রসঙ্গেই নিবেদিত ছিল।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা ইযেকিয়েলের কাল-নির্ধারণ বিষয়ে বিবেচনা অব্যাহত রাখব।